সমকাল

তারিখ ... 18 APR 2015 ...
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম ...৪...

# বাজিতপুরে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের ঢালাও বদলি

## দুই শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উৎকোচ বাণিজ্যের অভিযোগ

■ বাজিতপুর (কিশোরগঞ্জ) প্রতিনিধি

নীতিমালা অমান্য করে বাজিতপুর উপজেলায় বঙ্গবন্ধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের উৎকোচের বিনিময়ে ঢালাওভাবে বদলি করা হয়েছে। যে কারণে এক সপ্তাহ ধরে এ বিদ্যালয়টি চলছে এক শিক্ষক দিয়ে।

এ ছাড়া সম্প্রতি উৎকোচের বিনিময়ে উপজেলার অর্ধশত শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে বলে অনেকেই অভিযোগ করেন।

বঙ্গবন্ধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ শিক্ষক ছিলেন। তার মধ্যে দু'জন মাতৃত্বকালীন ছুটিতে যান। বাকি তিনজনের মধ্যে প্রধান শিক্ষক সুবাস চন্দ্র রায় ও সহকারী শিক্ষক সেলিনা সুলতানাকে নিয়মবহির্ভূতভাবে ভুয়া প্রস্তাবের মাধ্যমে তথ্য গোপন করে বদলি করা হয়। মাতৃত্বকালীন ছুটিরত দুই শিক্ষককে ছুটি না দেখিয়ে তাদেরও কর্মরত দেখানো হয়। বদলিকৃতদের রেজিস্টারে স্মারক নম্বরও বসানো হয়নি। নিয়ম অনুযায়ী প্রধান শিক্ষক বদলির জন্য আবেদনই করতে পারেন না। বদলির আদেশে ১৫ দিনের মধ্যে অন্য একটি স্কুলে যোগদানের নির্দেশ দেওয়া হলেও তিনি কার কাছে দায়িত্বভার বুঝে দেবেন, তা বলা হয়নি। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম ও সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা সালমা আক্তার অনিয়মের আশ্রয় নিয়ে এসব করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ নিয়ে এলাকায় ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে।

এদিকে মুক্তিযোদ্ধা মো. সামির হোসেন গত ২৫ মার্চ তার শিক্ষক মেয়ে নাদিরা বেগমকে নিয়ে আন্তঃজেলা বদলির জন্য শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে যান। ওই মুক্তিযোদ্ধা অনেক কাকুতি-মিনতি করলে পাঁচ দিন তাকে ঘোরানো হয়। অবশেষে শিক্ষা কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম মুক্তিযোদ্ধার কাছে উৎকোচ দাবি করেন। পরে বাধ্য হয়ে শিক্ষা কর্মকর্তার হাতে টাকা দিলে তার মেয়ের বদলির আদেশে তিনি স্বাক্ষর করেন। এ ছাড়া মুক্তিযোদ্ধা দেলোয়ার হোসেন তার শিক্ষক মেয়ে রহিমা আক্তার ও মুক্তিযোদ্ধা মো. রইছুদ্দিনের মেয়ে রাফায়েত আয়েশাকে নিয়ে বদলির জন্য গেলে তাদের কাছ থেকেও শিক্ষা কর্মকর্তা মোটা অঙ্কের উৎকোচ আদায় করেন। এ ছাড়া আরও অর্ধশতাধিক শিক্ষকের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের উৎকোচ নিয়ে, বদলি করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। একাধিক শিক্ষক উৎকোচ দেওয়ার কথা স্বীকার করলেও হয়রানির ভয়ে কেউ নাম প্রকাশ করতে রাজি হননি।

বঙ্গবন্ধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি আবু সিদ্দিক জানান, একজন শিক্ষক এক সপ্তাহ ধরে স্কুল চালাচ্ছেন। শিক্ষা অফিস প্রধান শিক্ষককে নিয়মবহির্ভূতভাবেই বদলি করেছে। উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মো. রফিকুল ইসলাম জানান, অন্তত পাঁচজন মুক্তিযোদ্ধার সন্তানের বদলির জন্য শিক্ষা কর্মকর্তা ঘুষ নিয়েছেন। তিনি বৃহস্পতিবার ইউএনওর কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ করেছেন। অভিযুক্ত সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা সালমা আক্তার বলেন, শিগগিরই ওই স্কুলে শিক্ষক পদায়ন করা হবে। তিনি উৎকোচের বিনিময়ে বদলির সুপারিশের অভিযোগ অস্বীকার করেন। শিক্ষা কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম জানান, সহকারী শিক্ষা কর্মকর্তা সালমা আক্তার সুপারিশ করায় তিনি বদলি করেছেন। মাসিক রেজিস্টার না দেখে এবং যাচাই-বাছাই না করেই ঢালাও বদলির ব্যাপারে তিনি বলেন, আমি নতুন এসেছি। ইউএনও এজেডএম শারজিল হাসান বলেন, মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডারের কাছ থেকে অভিযোগ পেয়েছি। এ ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।